কালের কণ্ঠ

তারিখ ..05 JUL 2015.. ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2 ......

সরকারীকরণের আশায় গজিয়েছে চার হাজার প্রাইমারি স্কুল

আজিজুল পারভেজ ▷

সরকারীকরণের আশায় নতুন করে যত্রতত্র বিদ্যালয় করলে অনুমোদন দেওয়া হবে না। প্রয়োজন হলে সরকারিভাবেই বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে–দেশের ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের ঘোষণা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ কথা বলেছিলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বিদ্যালয়গুলোর সরকারীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার আগেই সারা দেশে গজিয়ে উঠেছে আরো প্রায় চার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়। যেগুলোকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত তালিকায় ঢুকিয়ে সরকারীকরণের চেষ্টাও শুরু হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত আড়াই বছরে সারা দেশে এসব বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়। এগুলোর প্রয়োজন আদৌ আছে কি না, তা যাচাই না করে কেবল শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের লোভে এসব স্কুল গড়ে তোলা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। একটি বিদ্যালয় সরকারীকরন করতে হলে ৩৩ শতাংশ জমি ওই প্রতিষ্ঠানের নামে থাকতে হয়। জানা গেছে, সরকারি চাকরির আশায় অনেক বিদ্যালয়ের জমি কেনার টাকা শিক্ষকরাই দিয়েছেন। কিন্তু ওই সব শিক্ষালয়ের সরকারীকরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি সময়রেখা ও সরকারি নথি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সরকারীকরণের উপযুক্ততা বিবেচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী যে সময় সরকারীকরণের ঘোষণা দিয়েছেন, তার ঠিক আগে অর্থাৎ ২০১২ সালে ওই সব স্কুলের শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হবে। এই একটি মাত্র শর্তের কারণে নতুন চার হাজার ১৫৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আবেদনের মধ্য থেকে সরকারীকরণের অযোগ্য হয়ে পড়েছে তিন হাজার ৬০৮টি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি রাজধানীর প্যারেড স্কয়ারে শিক্ষক সমাবেশে ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের ঘোষণা দেন। তিন পর্যায়ে এ কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা। প্রথম পর্যায়ে ওই বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ২২ হাজার ৯৮১টি রেজিস্টার্ড (এমপিওভুক্ত) বিদ্যালয়, দ্বিতীয় পর্যায়ে ওই বছরের ১ জুলাই থেকে স্থায়ী-অস্থায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত, পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত কমিউনিটি এবং সরকারি অর্থায়নে এনজিও পরিচালিত দুই হাজার ২৫২টি বিদ্যালয়, আর তৃতীয় পর্যায়ে ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে পাঠদানের অনুমতির জন্য আবেদনকৃত ৯৬০টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সরকারীকরণের সুবিধা পাবেন। কিন্তু গত আড়াই বছরেও শেষ হয়নি সে কাজ।

অনেক সময় নিয়ে প্রথম পর্যায়ের বিদ্যালয় ও শিক্ষকরা সরকারীকরণের আওতায় এসেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের স্কুলগুলোর জাতীয়করণের গেজেট হলেও শিক্ষকদের গেজেট হয়নি। ফাইলটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ের ৯৬০টি স্কুলের মধ্য থেকে ৫৩৩টির সরকারীকরণের গেজেট গত ফেব্রুয়ারিতে হয়েছে। আরো ৫৩টির গেজেট প্রকাশের ফাইল গত বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে উত্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু ওই তালিকায় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাকালে তালিকাভুক্ত ৯৬০টির বাইরের বিদ্যালয় রয়েছে–এ অভিযোগে সচিব ফাইলটি ফিরিয়ে দিয়েছেন বলে জানা গেছে। সেগুলো বাদ দিয়ে আবার ফাইল উপস্থাপন করতে বলা হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ের ৯৬০টি বিদ্যালয়ের সঙ্গে সরকারীকরণের আশায় সারা দেশ থেকে আবেদনের স্তূপ জমা হয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায়। এর মধ্যে জেলা শিক্ষা অফিসগুলো থেকে এসেছে দুই হাজার ৬৯৫টি আবেদন। দাবি করা হয়েছে, ২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার আগেই এই বিদ্যালয়গুলোয় পাঠদানের অনুমতি চেয়ে জেলা শিক্ষা অফিসে আবেদন করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর ওই ঘোষণার পর যেহেতু দেশে আর কোনো বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকার কথা নয়, তাই এই বিদ্যালয়গুলোও সরকারীকরণ হওয়ার দাবিদার। এর বাইরে আরো এক হাজার ৪৬৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারীকরণের জন্য ডিও (চাহিদাপত্র) পাঠিয়েছেন মন্ত্রী ও এমপিরা। এই চার হাজার ১৫৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা হয়েছে মাত্র ৫৫১টি বিদ্যালয়কে, যেগুলোকে সরকারীকরণের জন্য সুপারিশ করা হবে।

এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সন্তোষ কুমার অধিকারী জানান, স্কুল সরকারীকরণের ঘোষণা দেওয়ার আগেই সারা দেশের বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর তালিকা তৈরি করা হয়েছে। পাঠদানের অনুমতির জন্য যেসব আবেদন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে (ডিপিই) ছিল সেগুলোই ওই তালিকায় উঠেছে। এর বাইরে জেলা পর্যায়ে কিছু আবেদন থাকতে পারে। তাই বলে এতগুলো আবেদন জমা পড়াটা রহস্যজনক। বিদ্যালয় সরকারীকরণ করে দেওয়ার নামে সারা দেশেই একটি চক্র টাকা লেনদেন করছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তা তাঁদের কানেও এসেছে বলে তিনি স্বীকার করেন।

মন্ত্রণালয়ের বিদ্যালয় সরকারীকরণের সংশ্লিষ্ট শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপসচিব নুজহাত ইয়াসমিন জানান, প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত তালিকার বাইরের যে ৫৫১টি বিদ্যালয়কে বাছাই করা হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে।